R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD— 4

A Great News to all !
FINALLY WEB WORLD EDUCATION Introduces a six months certificate course for beginners & also for professionals.
For Details Contact at
HAQUE PHARMACY
Raghunathganj, Garighat
Ph. (03483) 66295

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই চৈত্র, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
২৯শে মার্চ, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

গ্রাহক চাপে রঘুনাথগঞ্জ টেলি দপ্তরে '৭১' ডিজিড চালু হচ্ছে মার্চেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : গ্রাহক চাপ কমাতে ও সুষ্ঠু টেলি পরিষেবা চালু রাখতে রঘুনাথগঞ্জ টেলি দপ্তর আরো একটি ১০০০ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড বসিয়ে '৭১' ডিজিডে প্রায় ৫০০ গ্রাহককে নতুন সংযোগ দিচ্ছে মার্চেই বলে জানা যায়। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায় ১৯৯৪ সালে ম্যানুয়াল বোর্ড বাতিল করে ২৫৬ লাইনের একটি বোর্ড বসিয়ে '৬৬' ডিজিডে রঘুনাথগঞ্জে অটোমেটিক টেলি লাইন এবং পরে এসটিডি চালু হয়। ১৯৯৫-এ ৫১২ গ্রাহক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বোর্ড চালু হয়। রঘুনাথগঞ্জ শহরে জনবসতির চাপে ও টেলি লাইনের আবেদনে ১৯৯৭ সালে আরো একটি ৫১২ বোর্ড চালু করে ৯৯৬ জন গ্রাহকের পরিষেবা শুরু হয়। ১৯৯৯-এর জুনে এখানে বাগানবাড়ী এলাকায় টেলি দপ্তর নতুন ভবন চালু করে '৬৭' ডিজিডে প্রায় ৮০০ গ্রাহককে নতুন লাইন দেয়। (৩ পৃষ্ঠায়)

ব্যারেজের এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসারের বদলির দাবীতে ফরাক্কা উত্তাল, বন্‌ধ এ সব অচল

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টের এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার করমবীর সিং-এর বদলির দাবীতে গত ২৪ মার্চ ১০টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন জেনারেল ম্যানেজার ও এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসারকে তাঁদের দপ্তরে ঘেরাও করে রাখেন। পরে ফরাক্কা পুলিশের হস্তক্ষেপে ওঁরা ঘেরাও মুক্ত হন। এই ঘটনার পর ২৫ মার্চ সংগঠনের পক্ষ থেকে ফরাক্কা বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়। দোকানপাট, স্কুল-কলেজ ছাড়াও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, ব্যাঙ্ক-পোষ্টঅফিস পর্যন্ত বন্ধ থাকে। কে, বি, সিং-এর বিরুদ্ধে ইউনিয়ন নেতাদের অভিযোগ, তিনি এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার পদে দায়িত্ব পাবার পরেই অবাঙালী গোষ্ঠীকে নিয়ে একটা 'লবি' তৈরী করে রাজনীতি শুরু করেন। জাতপাত তুলে প্রকাশ্যে কর্মীদের গালিগালাজ করেন। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে অসাধুতার অভিযোগও আনেন ইউনিয়ন নেতারা। ব্যারেজের ১৯ নম্বর লক গেটের সাটার ভেঙে গেলে সাটার তৈরীর দায়িত্ব পায় তুঙ্গভদ্রা কনস্‌ট্রাকসন কোম্পানী। সাটার নির্মাণে ত্রুটি থাকায় ১৩ পার্টি সংগঠনের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কে, বি, সিং-এর প্রচেষ্টায় ঐ ত্রুটিযুক্ত সাটারই ১৯ নম্বর লক গেটে লাগানো হয়। যার ফলে লক গেটটি বর্তমানে নাকি অপারেট করা যায় না। এই ধরনের নানা অভিযোগের ভিত্তিতে এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার কে, বি, সিংকে সংগঠনের কর্মীরা দীর্ঘ তিন মাসের উপর দপ্তরে ঢুকতে দেননি। ২৪ মার্চ বেলা ১১-৩০ নাগাদ কে, বি, সিং সি, আই, এস, এফ কর্মীদের সাহায্য নিয়ে দপ্তরে প্রবেশ করলে কর্মীরা তাঁকে ঘেরাও করেন। জেনারেল ম্যানেজারের কাছে এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসারের বিরুদ্ধে বার বার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও তিনি নিষ্ক্রিয় থাকায় বা বদলির কোন চেষ্টা না করায় তিনিও ঘেরাও হন। অন্যদিকে খবর, ব্যারেজে নিযুক্ত কর্মীরা কেউ কাজ করেন না। অফিসে বা সাইটে (শেষ পৃষ্ঠায়)

সাগরদীঘির কাঁচিয়া ও বিষ্ণুপুর গ্রামে খুন—পাল্টা খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৮ মার্চ রাতে সাগরদীঘি ব্লকের পাটকেলডাঙ্গা অঞ্চলের কাঁচিয়া গ্রামের কিছু লোক মাঠে স্যালো পাম্প চুরি করতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী বিষ্ণুডাঙ্গা গ্রামের জমির আগলদারদের হাতে ধরা পড়ে যায়। নিজেদের বাঁচাতে সোলেমান সেখ নামে জনৈক আগলদারকে তারা খুন করে পালিয়ে যায়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভটভটি থেকে পড়ে গিয়ে ডুবে মারা গেলেন এক বিদ্যুৎ কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৬ মার্চ রাত আটটা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটে ভটভটিতে নদী পার হবার সময় যাত্রী ভিড়ের চাপে ভাগীরথীতে পড়ে গিয়ে ডুবে মারা গেলেন রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী দিলীপ আচার্য (৪৮)। জানা যায় '৯০-এ দিলীপবাবু টেকনিক্যাল কর্মী হিসাবে এখানে কাজে যোগ দেন। মালদা থেকে যাতায়াত করে কাজ করতেন। ঘটনার দিন জঙ্গিপুর পিয়ারাপুরে ভগ্নীপতির বাড়ী যাচ্ছিলেন। সংবাদ লেখা পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা যায়নি।

ধুলিয়ানে পুর নির্বাচনে কংগ্রেস কোন আঁতাতে না গিয়ে একাই লড়বে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানে অগ্রসন ভবনে গত ২৫ মার্চ টাউন কংগ্রেসের এক সভায় জেলা কংগ্রেস সভাপতি অতীশচন্দ্র সিংহ, বহরমপুরের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী, সুতীর বিধায়ক মহঃ সোহরাব, ফরাক্কার বিধায়ক মাইনুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার হচ্ছে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই চৈত্র বুধবার, ১৪০৬ সাল।

॥ প্রস্তুতির প্রয়োজন ॥

সংবাদে জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠন শিলিগুড়ি হইতে অস্ত্রাদি কিনিতেছে। এই সব অস্ত্র লইয়া তাহারা যে ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে হামলা করিবে, যখন-তখন খুন-জখম-অপহরণ চালাইয়া মানুষের শান্তি নষ্ট করিবে এবং নিরাপত্তা বিপন্ন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমনও হইতে পারে যে, জঙ্গী সংগঠনগুলি একত্রিত হইয়া কোনও এক সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারতের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ অথবা জঙ্গীহানা চালাইতে থাকিবে।

জঙ্গীরা নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ এমনকি চীনকে তাহাদের আশ্রয়স্থল হিসাবে বাছিয়া লইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। ভূটানের জঙ্গলে জঙ্গী প্রশিক্ষণ পুরা মাত্রায় চলে ; প্রয়োজনে জঙ্গলে আত্মগোপনের কাজ চলে এবং গোপন ঘাঁটিও করা হয়। সেখান হইতে প্রয়োজনমত 'অপারেশন' চালান হয়। ভারতের নানা জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটান হয় ইহাদের দ্বারাই। পাকিস্তানের আই এস আই ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জঙ্গী তৎপরতার জাল বিস্তার করিয়াছে। জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গী অনুপ্রবেশ হইতেছে এবং সেখানে বিভিন্ন স্থানে চূড়ান্ত আঘাত হানা হইতেছে। ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান হইতেছে। তেমনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশে যে সব ক্রিয়াকলাপ চলিতেছে, শিলিগুড়ির এজেন্টদের নিকট হইতে অস্ত্রাদি সংগ্রহ, এমনকি ওয়্যারলেস সেট সংগ্রহ তাহারই একটা দিক মাত্র। লক্ষণীয় যে, জঙ্গীরা কিন্তু দেশের গোয়েন্দা, পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী প্রভৃতিকে বোকা বানাইয়া কাজ চালাইয়া যাইতেছে। উগ্রপন্থীরা শিলিগুড়িকে নিজেদের কাজে লাগাইতে পারিতেছে ; অথচ কেন্দ্রীয় সরকার তথা রাজ্য সরকার দৃঢ়হস্তে তাহাদিগকে দমন করিতে অক্ষম, ইহা আশা করা যায় না।

জম্মু-কাশ্মীর অঞ্চলে জঙ্গী তৎপরতা ও পাকহানার বিষয়ে আমাদের সঠিক তথ্য-সংগ্রহে ত্রুটি ছিল বলিয়াই কারগিল যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে আমাদের বীর জওয়ানেরা চরম প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়াও বহু আত্মবলিদানের বিনিময়ে দুষমনদের শায়েস্তা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান তাহাতেও নিবৃত্ত হয় নাই ; নূতনভাবে সাজিতেছে। এখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারতের সামরিক শক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দুইটি যুদ্ধ-ফ্রন্ট খোলা হইলে পাকিস্তানের লাভ হইবে। জম্মু-কাশ্মীর তাহার করতলায় আসিবে। ভারতকে উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন থাকিতে হইবে।

ওয়ার্ক কালচার

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

ইংরেজি ওয়ার্ক কালচারের বাংলা হয়েছে কর্ম সংস্কৃতি। আমার মনঃপূত নয়। আসলে আমরা এখানে কালচারের যে অর্থ করছি তা শিল্পকলা ইত্যাদির বেলায় প্রযোজ্য। সংস্কৃত ঘেঁষা প্রতি শব্দ হওয়া উচিত কর্মনিষ্ঠা। আর সোজা বাংলায় কাজের চাড় বা আঠা। বলাই বাহুল্য আজ আর অপিসে আদালতে কাজের কোনো চাড় নেই। যা আছে তা অকাজের।

হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চেতনা হয়েছে যে অপিসে কাজ কর্ম ঠিকমতো হচ্ছে না। সরকারী কর্মচারী এবং আধিকারিকরা ঠিক সময়ে অপিসে আসছেন না ইত্যাদি। গয়লা এতদিন দুধে ইচ্ছে মতো জল মেশাচ্ছিল। কারো খেয়াল হয়নি। হঠাৎ গৃহস্থ সজাগ হয়েছে এবং কড়াকড়ির চৈ চৈ পড়ে গিয়েছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা যে ভেঙেছে, সেটা সুলক্ষণ। কিন্তু এটা অকাল নিদ্রাভঙ্গ নয় তো ? তাহলে কিন্তু সুফলের চাইতে কুফল ঘটবার সম্ভাবনাই বেশি।

বামফ্রন্ট সরকার নড়ে চড়ে বসেছেন। একেবারে দিনক্ষণ বেঁধে আদেশ জারি হয়েছে যে ১লা আগষ্ট '৯৯ থেকে সকলকে ১০-১৫-র মধ্যে অপিসে আসতে হবে ও হাজিরা বই-এ সই করতে হবে। প্রথমতঃ বিসমিল্লায় গলদ হয়ে গেল। ১লা আগষ্ট '৯৯ রবিবার। সেদিন কোনো অপিসই খোলা থাকে না। সুতরাং হাজিরা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দ্বিতীয়তঃ এ আদেশ জারির প্রয়োজন কী, যখন সকলেরই জানা যে অপিস চলে ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত, অন্ততঃ চলা উচিত। যদি সকলকে মনে করিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য, তাহলে এ আদেশ যথারীতি পালিত হওয়ার চাইতে লঙ্ঘিত হওয়ার সম্ভাবনাই যে বেশি, তা বোঝা উচিত ছিল। সুতরাং লোক দেখানো এই ধরনের আদেশ বের না করে সরকার যদি দু' চারজন দোষীকে 'শোকজ' করতেন দেরিতে আসার জন্য তাহলে সেটাই কি বেশি যুক্তিযুক্ত হতো না।

সংস্কৃতে বলে বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্—অর্থাৎ যিনি বিষবৃক্ষকে বাড়তে সাহায্য করেছেন তাঁর পক্ষে সে বৃক্ষ চ্ছেদন করা অশোভন নয় কি ?

বামফ্রন্ট সরকার যেদিন থেকে কো-অর্ডিনেশন কমিটি গড়তে সাহায্য করছে এবং সেই কমিটিকে শিখণ্ডী খাড়া করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে আগ্রহী হয়েছে, সেদিন থেকেই ওয়ার্ক কালচার সরকারী অপিস থেকে বিদায় নিয়েছে। কংগ্রেস আমলে ফেডারেশনকে মদৎ দিয়ে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার যে ভুল করেছিল, বামফ্রন্ট সরকার সেই ভুলের পথেই পা বাড়িয়েছে। দিনের পর দিন কো-অর্ডিনেশন কমিটির ছোট বড়ো নেতারা অপিসের ডিসিপ্লিন বা নিয়মশৃংখলাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কাজে ফাঁকি দিয়ে রাজনৈতিক কাজ করে চলেছে। তারা নিয়মিত সময়ে অপিসে তো আসেই না, এমনকি অপিসে না আসলেও তাদের চলে। তাদের কাজ হলো অফিসারদের চোখ রাঙিয়ে শায়েস্তা করা কিংবা তাদের বিপদে ফেলা। কাজ না করলেও কো-অর্ডিনেশন কমিটির পাণ্ডাদের কর্মোন্নতিতে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না। প্রমোশন তো পায়ই, এমনকি রাজনৈতিক নেতা বনে গিয়ে এমপি হতেও কোনো বাধা নেই। এদের কাজকর্ম দেখে ফেডারেশন দলভুক্ত যারা তারাও হাত গুটিয়ে বসে নেই। তারাও কাজের চাইতে অকাজ করছে বেশি। যারা কোনো দলেই নেই তারাই কেবল বোকার মতো ঠিক সময়ে অপিসে আসে ও দীর্ঘ সময় খেটে অপিসের বকেয়া ফাইল সাফ করে। এদের জন্যই সরকারী অপিসের চাকা এখনও সচল আছে।

কাজে অনীহা আজ কী আকার ধারণ করেছে তা বুঝতে পারি দূরদর্শনে "ফাঁকি" নামে একটি কার্টুন অ্যানিমেশন দেখে। অপিসে চা-পান ও খবরের কাগজপড়া যে নিষ্ঠা নিয়ে হয় এবং চা, সিগারেট ইত্যাদি যে দ্রুততার সঙ্গে সরবরাহ করা হয়, ফাইলও তেমো বেশি চাপা পড়তে থাকে। সেদিকে দৃষ্টি দেবার চাড় কারো নেই। ফলে যিনি অবসর নিচ্ছেন তিনি তাঁর পেনশন পাবার সময় তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। তাঁকেও দিনের পর দিন ফিরে যেতে হচ্ছে।

আসলে পুরো সিস্টেমের মধ্যে ঘুণ ধরেছে। দীর্ঘদিন ধরে সরকারী কর্মচারীরা দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে। তারা বুঝে নিয়েছে কাজ না করলেও চলে, বা কাজের ভান করলেও চলে। পূর্বে দেওয়ানী আদালতে কাজ হতো ঢিমেতালে, কিন্তু ফৌজদারী আদালতে কাজ হতো দ্রুত-গতিতে। এখন দেওয়ানী আদালত হয়েছে আরো দীর্ঘসূত্রী এবং ফৌজদারী আদালতেও সে দ্রুতগতি নেই। দেওয়ানী (৩য় পৃষ্ঠায়)

মশার উপদ্রবে জান জেরবার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শীতের শেষ হতে না হতেই মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে মশার আক্রমণে শহরবাসীর প্রাণ যাই যাই অবস্থা। ড্রেনগুলো পরিষ্কার ঠিকমতো হয় না, ডি ডি টি কিংবা ব্লিচিং-এর কোনো দেখা নেই। শহরে তো কলকাতার মতো ম্যালেরিয়া ক্লিনিক নেই যে পৌর কর্তৃপক্ষ মশার এ হেন সংখ্যাধিক্যে নীরবে নিদ্রা দেবেন। শহরবাসীর প্রশ্ন একদিকে পৌরকর বৃদ্ধির ফলে পৌরসভার আয় বাড়ছে, তবে কেন পৌর পরিষেবার এই বেহাল অবস্থা।

ওয়ার্ক কালচার (২য় পৃষ্ঠার পর)

আদালতে মামলার দিন জানতে হলে পেশকারবাবুর হাতে কিছু গুঁজে দিতে হবে। বাড়ি ভাড়া মামলা চলাকালীন কোর্টে জমা পড়লে তা উদ্ধার করতে হলে ১০% খরচ করতে হয়। এ সবই এখন ওপেন সিক্রেট। ফৌজদারী কোর্টেও পেশকারের দৌরাত্ম্য অবাধগতিতে চলেছে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে একটি সাধারণ মানহানির মামলা চলেছিল পাঁচ বছর ধরে, যে মামলা তিন থেকে ছ' মাসের মধ্যেই নিষ্পত্তি হবার কথা। কোর্টে বিচারক এসে বসেন ১২টা নাগাদ এবং দু' তিন ঘন্টা কাজ করেই এজলাস ছেড়ে নিজের চেম্বারে বসেন। যে কোনো উচ্ছেদের মামলা ফয়শালা হতে লাগে দশ থেকে পনের বছর। লোক আদালত ইত্যাদি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য গঠিত হলেও অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি।

পুলিশী শাসনের কথা যতো কম বলা যায় ততোই ভালো। স্বাধীনতার পাঁচ দশকের কিছু পরেও পুলিশ প্রকাশ্যভাবে লরি ও অন্যান্য গাড়ির ড্রাইভারদের কাছ থেকে ঘুঁষ নেয়। পুলিশের মধ্যে যারা ঘুঁষের ঘটোৎকচ, অর্থাৎ ঘট ভর্তি উৎকোচ নেয় তাদের লাইফস্টাইল দেখলেই তা বোঝা যায়। তারা যে মাইনে পায় অন্ততঃ তার দশগুণ আয় তাদের না হলে ঐভাবে বিলাশবহুল জীবনযাপন করা যায় না। পুলিশ অবশ্য রাত জেগে কাজ করে। তবে সে কাজ কতোটা দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য, আর কতোটা নিজের পকেট ভর্তি করার জন্য তা বিবেচনা সাপেক্ষ।

সাধারণ প্রশাসনের অবস্থাও তথৈবচ। সেখানেও কাজের চাইতে কাজের ভড়ং বেশি। গাড়ি, বাড়ি, আসবাবপত্র সব হালফ্যাশানের। তখনকার দিনে দেখেছি সাধারণ শক্তপোক্ত টেবিল চেয়ারে সকলে কাজ করছে। আজ ঠাটবাট বেড়েছে, কিন্তু কাজের নামে অন্টরম্ভা। আমি বলছি না যে বাইরের জৌলুষের প্রয়োজন নেই। নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা যেন লক্ষ্যকে ছাপিয়ে না যায়। উপলক্ষ্যই যেন সেখানে বড়ো হয়ে দেখা না দেয়। লক্ষ্যের দিকে যে সাধারণ প্রশাসনের তেমন নজর নেই তা বুঝতে দেরি হয় না যখন দেখি নাশকতামূলক কাজ বেড়েই চলেছে। ট্রেন ও সড়ক দুর্ঘটনার কোনো শেষ নেই। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ব্যাংক লুট প্রায় প্রত্যেক দিনের ঘটনা। মানুষ কী অন্ধকারে, কী আলোয় প্রাণ হাতে নিয়ে চলছে। মহিলাদের নিরাপত্তা নেই। নারী লাঞ্ছনা ও অবমাননার ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে পড়েছে। এ সবই সূচিত করছে প্রশাসনিক শৈথিল্য ও নিষ্ক্রিয়তা। সর্বত্র এই যে অবক্ষয় ও অধোগতি তার কারণ কী, তাকি আমরা স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখেছি ?

[চলবে

জমি বিক্রী

গোপালনগর (মিঞাপুর) ইটভাটার পাশে সদর রাস্তার কাছে প্লট করে জমি এবং ভুরকুন্ডার মাঠে জমিসহ দীঘি বিক্রী হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
ধ্রুব মুখার্জী, ট্যাক্স কনসালটেন্ট
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

গ্রাম এলাকায় শিক্ষার প্রসারে আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির মনিগ্রাম জুনিয়র হাই স্কুলে গত ২৩ মার্চ স্থানীয় বিধায়ক পরেশ দাশ ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশিস ব্যানার্জীর উপস্থিতিতে এক সভা হয়। সভার আহ্বায়ক মোহন চ্যাটার্জী সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং গ্রাম এলাকায় শিক্ষার প্রসারে মনিগ্রাম জুনিয়র বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে, বালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিকে এবং নওপাড়া গ্রামে একটি জুনিয়র বিদ্যালয় চালুর প্রস্তাব আনেন। সভা শেষে ন'জনকে নিয়ে গঠিত এক কমিটি ২৮ মার্চ জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছে আর্থিক সহযোগিতা ও স্কুলগুলো অনুমোদনের ব্যাপারে ডেপুটেশন দেবেন বলে ঠিক হয়। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চিত্ত মুখার্জী ও কমলারঞ্জন প্রামাণিক। সভা পরিচালনা করেন অশোক চক্রবর্তী। সভাকক্ষে স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি ভালো ছিল।

উচ্চ মাধ্যমিক চালুর উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে ঐ বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাস চালুর উদ্যোগ নিয়েছেন। উল্লেখ্য, জেলার মধ্যে সব থেকে নিরক্ষর সাগরদীঘির এই এলাকা বলে গত জনগণনার হিসাবে জানা যায়। উচ্চ মাধ্যমিকের ঘরের প্রয়োজনে সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছে। আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা জেলা পরিষদ দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে জানা যায়।

৭১ ডিজিড চালু হচ্ছে মার্চেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

বর্তমানে গ্রাহক চাপ সামলাতে ১০০০ লাইনের আরো একটি নতুন বোর্ড চালু হচ্ছে এখানে। চলতি মার্চেই নতুন বোর্ডে ৭১ ডিজিড-এ প্রায় ৫০০ গ্রাহককে লাইন দেওয়া হবে। বর্তমানে রঘুনাথগঞ্জে গ্রাহক সংখ্যা ১৮৮০। গ্রাহক সংখ্যার বিচারে জেলায় বহরমপুরের পরেই রঘুনাথগঞ্জের স্থান। এক সাক্ষাতকারে টেলি দপ্তরের জনৈক দায়িত্বশীল কর্মী জানান রঘুনাথগঞ্জ টেলি দপ্তরের আওতায় আগে সাগরদীঘিতে একটি, রঘুনাথগঞ্জে একটি, গনকরে একটি এবং জঙ্গিপুরে একটি এক্সচেঞ্জ ছিল। সেখানে ব্যাপক গ্রাহক বৃদ্ধির চাপে জঙ্গিপুর এলাকায় সেকেন্দ্রা, বড়জুমলা এবং সম্মতিনগরে দুটি এক্সচেঞ্জ চালু করা হয়েছে। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় রাজানগর, বাড়ালা, আহিরণ, বোখারা, সেখদীঘি, বালিয়া ও বামনপাড়ায় নতুন এক্সচেঞ্জ বসেছে। তবে সব কিছুর অন্তরায় সৃষ্টি করছে বিদ্যুৎ। গ্রাম এলাকায় বেশীরভাগ সময় বিদ্যুৎ থাকে না। থাকলেও ভোল্টেজ অস্বাভাবিক কম। ঐ এলাকার এক্সচেঞ্জগুলো চালু রাখতে অন্ততঃ ৫ কিলো ওয়াট ভোল্টেজের বিশেষ প্রয়োজন। অটোমেটিক ভোল্টেজ ষ্টেবিলাইজারের জন্য টি, ডি, এমকে জানানো হয়েছে। এক্সচেঞ্জ চালু রাখতে বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশে টেলি দপ্তর রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে নিজস্ব ট্রান্সফর্মার বসিয়েছে। বালিয়া ও সেখদীঘি এক্সচেঞ্জের জন্য ট্রান্সফর্মার কোটেশন টি, ডি, এমকে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া এখানে ইনটারনেট টেলি যোগাযোগও চালু হয়েছে।

পাত্র চাই

বৈদ্য পাত্রী (29/5' 2") M. Sc. B. Ed. Computer Diploma, সুশ্রী, ফর্সা, সুদর্শনা। রঘুনাথগঞ্জের নিকটবর্তী High School শিক্ষিকা (9000/-)। শিক্ষিত চাকুরে (বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ) পাত্র চাই। বৈশাখেই বিবাহ।

সুশীলকুমার দাশগুপ্ত
দেশবন্ধুপাড়া, ঝলঝলিয়া
মালদা—732102
Telephone No. : 03512/68345

অফিসারের বদলির দাবীতে ফরাক্কা উত্তাল (১ম পৃষ্ঠার পর)

যাবারও কোন নিয়ম পদ্ধতি নেই। দিনের পর দিন কর্মীরা অফিসে অনুপস্থিত থাকেন। দেখার কেউ নেই। ফরাক্কা ব্যারেজ চালু হবার পর ড্রোজার, ডাম্পার ওয়ার্কসমেন, মেশিন ইকুপমেন্ট ইত্যাদি বিভাগের কয়েকশো কর্মী এক রকম বসে বসে বছরের পর বছর মাইনে নিচ্ছেন। আর বিভিন্ন দাবীর অজুহাতে জেনারেল ম্যানেজারের দপ্তরের সামনে পার্টির ঝাণ্ডা ধরে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছেন। একমাত্র ইকুপমেন্ট ডিভিশনের কর্মীদেরই মাসে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বেতন গুণতে হয় বলে জানা যায়। এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার এ সবের ব্যাপারে কড়াকড়ি করাই নাকি তাঁর বদলির দাবীতে ১৭টি ইউনিয়নই সরব। জেনারেল ম্যানেজার বি, পি, সিংকে এর আগে ১৭ জানুয়ারী, ২০০০ কে, পি, সিং এর ব্যাপারে ইউনিয়নের কর্মীরা দপ্তরে ঢুকতে বাধা দেন। এরপর জেনারেল ম্যানেজার প্রায় দু' মাস দপ্তরেই আসেননি বলে খবর। শেষ খবরে জানা যায়, কে, বি, সিং-এর বদলির ব্যাপারে উচ্চ মহলের আশ্বাস পেলে ইউনিয়ন নেতারা ২৭ মার্চের বনধ প্রত্যাহার করেন।

খুন—পাল্টা খুন (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঐ খুনের বদলা হিসাবে পরদিন ১৯ মার্চ পাশের গ্রাম বেলডাঙ্গায় পালিয়ে যাবার পথে কাঁচিয়ার অধীর ঘোষকে বিষ্ণুডাঙ্গার লোকেরা হাতেনাতে ধরে ফেলে অস্বাভাবিক মারধোর করে। পুলিশ গত রাতের খুনের তদন্তে সে সময় ঐ গ্রামেই উপস্থিত ছিল। জ্ঞানহীন অধীরকে পুলিশের গাড়ীতে প্রথমে সাগরদীঘি হাসপাতাল, পরে ওখান থেকে বহরমপুর পাঠানো হয়। বহরমপুর হাসপাতালে অধীর মারা যায়। পুলিশ উভয় পক্ষের চারজন করে মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনাচক্রে খুন—পাল্টা খুন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটায় গ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে পুলিশ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে বলে খবর। উভয় গ্রামের পুরুষেরা গ্রাম ছাড়া। শেষ খবরে জানা যায় মৃত সোলেমানের সঙ্গে কাঁচিয়া গ্রামের জনৈকা তপশিলী মহিলার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। সোলেমানকে হত্যার এটাই নাকি প্রকৃত কারণ।

একাই লড়বে (১ম পৃষ্ঠার পর)

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হয় আগামী পুর নির্বাচনে ধুলিয়ান পুরসভার ১৯টি আসনেই কংগ্রেস এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বিজেপি বা কোন সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে সমঝোতা করে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করবে না। প্রয়োজনে নির্দল প্রার্থীকে সমর্থন করবে। উল্লেখ্য, ধুলিয়ানে কংগ্রেস বিজেপি আঁতাত বোর্ডের বর্তমান কার্যকলাপে মানুষ বীতশ্রদ্ধ। সদ্ভাবনা ও ঈদ উৎসবের নামে পুর খাত থেকে হাজার হাজার টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে চেয়ারম্যান, বিজেপি কমিশনার ও নেতার বিরুদ্ধে।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং-২০ ✶ তারিখ-২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং-৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	ধনঞ্জয় কাদিয়া	অচিন্ত্য মনিয়া
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

আপনাদের সেবায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োজিত—

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ ✶ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ গোপন সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস) (স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনস্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।